তারিখ: ২০ জুন ২০২০

গবেষণার শিরোনাম: কোভিড-১৯ মোকাবেলায় স্বাস্থ্যখাতে সম্পদসংস্থানের বিভিন্ন দিক

হক আর, আবদুল্লাহ এস এম, এবং কানন এস.

বাংলাদেশ হেলথ ওয়াচ কোভিড-১৯ অতিমারির চলাকালীন সময়ে এবং অতিমারির পরবর্তী পরিস্থিতিতে স্বাস্থ্যখাতে বিনিয়োগের ক্ষেত্রে কৌশলগত অগ্রাধিকারগুলো নীতি নির্ধারক ও নাগরিক সমাজের সংগঠনগুলোকে জানানোর লক্ষ্যে একটি দ্রুত মূল্যায়ন গবেষণা করেছে।
গবেষকগণ গবেষণার তথ্য উপাত্ত গত ১৬ এপ্রিল থেকে ৫ মে পর্যন্ত মেয়াদকালে তিনটি ভিন্ন উৎস থেকে সংগ্রহ করেছেন। উৎসগুলো হলো: দপ্তরে বসে নথিপত্র পর্যালোচনা (ডেস্ক রিভিউ), বিশেষজ্ঞদের সাক্ষাত্কার গ্রহণ এবং বেসরকারি সংস্থাগুলোর কোভিড-১৯ সংক্রান্ত কার্যক্রম পরিচালনার জন্য বরাদ্দকৃত অর্থ ও সম্পদের বিবরণী সংগ্রহ ও বিশ্লেষণ করা।

গবেষণার মূল ফলাফলগুলো হলো:

- ঐতিহাসিকভাবে, বাংলাদেশে বাজেট বরাদ্দের ক্ষেত্রে স্বাস্থ্য খাত কম অগ্রাধিকার পায়। এমনকি সাম্প্রতিক বছরগুলোতে বাংলাদেশের বার্ষিক অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ৭% এর বেশি হওয়া সত্ত্বেও স্বাস্থ্যখাতে বরাদ্দ এখনও জিডিপির ১% এর কম। এই বরাদ্দ ২০১৯ অর্থবছরে জিডিপির ০.৯% ছিল; যা বাংলাদেশের ৭ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা (২০১৬-২০২০)-য় উল্লেখিত লক্ষ্যমাত্রা ১.১২% এবং বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থার নির্ধারিত আদর্শ মান ৫% থেকে যথেষ্ট কম ছিল। এই অবস্থায় গবেষণার সুপারিশে স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের বাজেট ব্যবহারের বর্তমান সামর্থ্যকে বিবেচনায় নিয়ে বাংলাদেশের স্বাস্থ্য খাতে বাজেট বরাদ্দ বছরে বছরে বাড়িয়ে আগামী কয়েক বছরের মধ্যে জিডিপির ৩ থেকে ৪ শতাংশ করার কথা বলা হয়েছে। এতে ২০২০/২১ অর্থবছরে স্বাস্থ্যখাতে বাজেট বরাদ্দ জিডিপির ২% এর মতো রাখার প্রস্তাব করা হয়েছে এবং এই বরাদ্দ ক্রমাগতভাবে বাড়িয়ে আগামী পাঁচ বছরের মধ্যে প্রত্যাশিত পর্যায়ে উন্নীত করার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেয়ার সুপারিশ করা হয়েছে। বাংলাদেশ হেলথ ওয়াচ প্রকাশিত গবেষণা প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে যে, কোভিড-১৯ মহামারির মতো সঙ্কট সত্ত্বেও বাংলাদেশের স্বাস্থ্য খাত জাতীয় অগ্রাধিকার পাওয়ার ক্ষেত্রে অবহেলিতই থেকে গেছে। বাজেট বক্তৃতা থেকে দেখা যায় যে, ২০২০/২১ অর্থবছরে স্বাস্থ্যখাতে জিডিপি-র ১.০২% বরাদ্দ করা হয়েছে, যা ১৩টি মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে বাস্তবায়ন করা হবে। একককভাবে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের জন্য এবছরের জাতীয় বাজেটের মাত্র ৫.১% বরাদ্দ রাখা হয়েছে।

- কোভিড-১৯ মোকাবেলার লক্ষ্যে মোট ১৮টি প্রণোদনা প্যাকেজের ঘোষণা দেয়া হয়েছে। ঘোষিত প্রণোদনা প্যাকেজগুলোর মাধ্যমে রপ্তানি খাত, কৃষি খাত এবং সামাজিক সুরক্ষা কর্মসূচির সম্প্রসারণ ও স্বাস্থ্য খাতে সহায়তা দেয়া হবে। ১৮টি প্রণোদনা প্যাকেজের মোট আর্থিক মূল্য ১ লাখ ১ হাজার ১১৭ কোটি টাকা; যা জিডিপির ৩.৬%। এর মধ্যে স্বাস্থ্য খাতের প্যাকেজের বরাদ্দ হলো মাত্র ৮৫০ কোটি টাকা; যা জিডিপির ০.০৮%। এই বরাদ্দ স্বাস্থ্যখাতের চাহিদার তুলনায় নিতান্তই অপ্রতুল। তাছাড়া প্রণোদনা প্যাকেজের আওতায় বাজেট বরাদ্দ ও কার্যক্রম পরিচালনার ক্ষেত্রে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

- সরকার ও উন্নয়ন অংশীদারদের বিদ্যমান আর্থিক বিধি এবং ক্রয় ও সংগ্রহ পদ্ধতি এবং স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের সামর্থ্যের ঘাটতি, সবমিলিয়ে বরাদ্দকৃত তহবিলের ব্যবহার বিলম্বিত করে। জরুরি অবস্থা চলাকালীন কার্যক্রম বাস্তবায়নে দুর্নীতি মোকাবেলায় স্বচ্ছতা এবং জবাবদিহিতার উন্নত ব্যবস্থা থাকা দরকার। সকল পর্যায়ে তথ্যের সহজলভ্যতা ও নিরবচ্ছিন্ন তথ্য প্রবাহ নিশ্চিত করাও গুরুত্বপূর্ণ; যেমন: উন্নয়ন অংশীদারদের কাছ থেকে পাওয়া ঋণ সম্পর্কিত শর্তাদি, অতিমারির শুরুতে কোভিড-১৯ হাসপাতাল নির্বাচনের মানদণ্ড ইত্যাদি সম্পর্কে তথ্য সহজলভ্য হওয়া দরকার।

- জরুরি অবস্থার অবসানে প্রকল্প শেষ করার উপযুক্ত পরিকল্পনা ছাড়াই ইতোমধ্যে একাধিক প্রকল্পে বিনিয়োগ করা হয়েছে। উদাহরণস্বরূপ, বসুন্ধরা ইন্টারন্যাশনাল কনভেনশন সিটিতে ৫০০০ শয্যার হাসপাতাল, এবং অব্যবহৃত বড় আকারের খালি ভবন কিংবা ভবনের খালি তলাগুলো (যেমন:সিটি করপোরেশনের মার্কেট) হাসপাতালে রূপান্তর করা হয়েছে। অতিমারির অবসানে এই ধরনের অস্থায়ী হাসপাতালগুলোর তহবিল, সরঞ্জাম এবং উপকরণগুলো দিয়ে কী করা হবে সে সম্পর্কে একটি স্পষ্ট পরিকল্পনা থাকা দরকার।

- অতিমারির শুরু থেকেই আন্তঃমন্ত্রণালয় সমন্বয় আরো ব্যাপকভাবে হওয়া দরকার ছিল। যা অনেক ক্ষেত্রে হয়নি। যেমন: কোভিড-১৯ পরীক্ষার জন্য শুরুতে স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ে পর্যাপ্ত ল্যাব টেকনিশিয়ান ছিলেন না। উপযুক্ত আন্তঃমন্ত্রণালয় সমন্বয়ের অভাবে ল্যাব টেকিনিশিয়ানের ঘাটতি পূরণে বেশ কিছুটা সময় লেগে যায়। পরবর্তীতে স্থানীয় সরকার বিভাগের স্বাস্থ্য প্রকল্প "আরবান প্রাইমারি হেলথ কেয়ার" থেকে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ল্যাব টেকনিশিয়ানদের কোভিড-১৯ পরীক্ষার কাজে যুক্ত করা হয়েছিল। যদিও সরকার এবং দাতা সংস্থাগুলোর জোট যথাসম্ভব একত্রিতভাবে কাজ করার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে, কিন্তু এখনো সমন্বয় কার্যক্রম জোরদার করার আরো অনেক সুযোগ আছে।

- স্বাস্থ্য খাতের বর্তমান বরাদ্দের মাধ্যমে শুধুই স্বল্পমেয়াদী ও তাত্ক্ষণিক প্রয়োজনগুলো মেটানো সম্ভব হবে। গবেষণা থেকে এটা প্রতীয়মান হয় যে, স্বাস্থ্য খাতে বরাদ্দ দেয়ার ক্ষেত্রে কোভিড-১৯ ব্যবস্থাপনার লক্ষ্যে দীর্ঘমেয়াদী ও টেকসই বিনিয়োগের বিষয়টি যথাযথভাবে গুরুত্ব পায়নি। যদিও সম্পদের বরাদ্দ সমন্বিত চাহিদা মূল্যায়ন ও কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়নের ভিত্তিতে হওয়া উচিত্। স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের দিক থেকে কোভিড-১৯ সংক্রান্ত স্বাস্থ্যসেবা এবং নিয়মিত স্বাস্থ্যসেবা দেয়ার লক্ষ্যে স্টাফদের চাহিদা নিরূপণ, মেডিকেল সরঞ্জামের সরবরাহ এবং জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে স্বাস্থ্যসেবাদানকারীদের প্রশিক্ষণের চাহিদা জানার দরকার রয়েছে। এছাড়াও রোগতত্ত্ব , রোগ নিয়ন্ত্রণ ও গবেষণা ইনস্টিটিউট (আইইডিসিআর) এর সামর্থ্য বৃদ্ধির জন্য বিনিয়োগ করা গুরুত্বপূর্ণ।

- জনসাধারণের রোগ প্রতিরোধ ব্যবস্থা যেমন: পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা, হাত ধোয়া, ওষুধ, মাস্ক ও গ্লাভস ইত্যাদির জন্য সীমিত বরাদ্দ দেয়া হয়েছে। জনস্বাস্থ্যের প্রয়োজনগুলোকে অগ্রাধিকার দেয়া উচিত্ এবং জনস্বাস্থ্যের দৃষ্টিকোণ থেকে স্বাস্থ্য বাজেট প্রস্তুত করা উচিত্। বর্জ্য ব্যবস্থাপনা, স্বাস্থ্যবিধি এবং পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার জন্য মনোযোগ এবং অতিরিক্ত বিনিয়োগ করার প্রয়োজন রয়েছে। জনগণকে স্বাস্থ্য ঝুঁকি সম্পর্কে সচেতন করতে এবং সামাজিক কর্মকাণ্ডে শারীরিক দূরত্ব ও অন্যান্য স্বাস্থ্যবিধি এবং পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার ব্যবস্থাগুলো মেনে চলতে কমিউনিটি/এলাকাবাসীকে সম্পৃক্ত করার দরকার রয়েছে।

- কোভিড-১৯ সঙ্কট চলাকালীন এই সময়ে সাধারণ স্বাস্থ্যসেবা ব্যবস্থা যেমন: যক্ষ্মার চিকিত্সা, টিকাদান, পরিবার পরিকল্পনা সেবাসমূহ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। আগামী বাজেটে এই বিষয়গুলোর প্রতি বিশেষ মনোযোগ দেয়ার প্রয়োজন রয়েছে।

- এই জাতীয় মহামারি দক্ষতার সাথে মোকাবেলা কার জন্য সিদ্ধান্ত গ্রহণ থেকে শুরু করে সেবাদান পর্যন্ত সকল কিছু বিকেন্দ্রীকরণ করা এবং আভ্যন্তরীণ সম্পদ ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে আর্থিকভাবে স্বায়ত্ত্বশাসন প্রতিষ্ঠার দরকার রয়েছে।

বাংলাদেশ হেলথ ওয়াচ, ঢাকা
২০ জুন ২০২০